আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উদ্যোগের আওতায় খোলা বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাব, স্কুল ব্যাংকিং হিসাব এবং পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংক হিসাব)

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়

ডিসেম্বর, ২০১৯

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় খোলা বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজের সর্বস্তরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণকল্পে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে কৃষকের হিসাবসহ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অর্থ বিতরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ হিসাব, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতা, পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যাংক হিসাব খুলতে বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতাভোগী, মুক্তিযোদ্ধা, অতি-দরিদ্র মহিলা উপকারভোগী, পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মী, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, প্রতিবন্ধী, পূর্বতন ছিটমহলবাসীসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আইলা দুর্গত ব্যক্তি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত সব জনগোষ্ঠীকে ১০ টাকা, ৫০ টাকা এবং ১০০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকসমূহে হিসাব খোলার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলতে তফসিলি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান, কৃষি ও এসএমই খাতে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণের যোগান নিশ্চিতকরণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু- এ সব কার্যক্রম দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাত্র ১০ টাকায় কৃষকের হিসাব খুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৭ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে প্রথমবারের মতো তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করে। বর্তমানে সরকারের দেয়া ভর্তুকি জমা ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে ১০ টাকায় খোলা কৃষকের হিসাবের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। বিশেষ সুবিধাযুক্ত এসব হিসাবে রেমিট্যান্স এর অর্থ প্রেরণ এবং দেশের অভ্যন্তরে অর্থ প্রেরণের সুযোগ রয়েছে। এ সব হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং ব্যাংক কর্তৃক কোন চার্জ/ফি আরোপ করা হয় না।

আর্থিক সেবা বঞ্চিত এসব তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করা এবং হিসাবসমূহ সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলের অর্থ ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো কর্তৃক সরাসরি এবং এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকগুলো কর্তৃক ১০ টাকার হিসাবধারী গ্রাহককে বিনা জামানতে ১ বছর মেয়াদে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক হারে ব্যাংকগুলোকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। গ্রাহক পর্যায়ে এ ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার ৯.৫%, যা ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে হিসাবায়ন করা হয়। অধিকন্তু, সফলভাবে ঋণ আদায়ের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে ৩.৫% হারে প্রণোদনা সুবিধাও প্রদান করা হয়ে থাকে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির আওতায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন খাতে সর্বমোট ২,০৫,২০,১৩৪টি বিশেষ সুবিধাযুক্ত ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো:-

ক্রমিক নং	হিসাব খোলার খাত	হিসাবের বিস্তারিত তথ্যাদি		সরকারি ভর্তুকী/ বেতন জমার কাজে ব্যবহৃত হিসাব		১০ টাকার হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ২০০ কোটি টাকার পুন: অর্থায়নকৃত ঋণ/ অন্যান্য ঋণ		বৈদেশিক রেমিট্যান্স জমা	
		পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা	পুঞ্জীভূত জমার মোট পরিমাণ (কোটি টাকায়)	হিসাব সংখ্যা	পুঞ্জীভূত জমার মোট পরিমাণ (কোটি টাকায়)	হিসাব সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)	হিসাব সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	কৃষক	১,০১,৮৬,৬০৫	৩৫১.৭৬	২১,৫৩,৩৫৮	৬৩.৫৬	৪৭,৯৭২	১৪২.৮৫	৪৫,৯৯৫	১৯৫.৩৮
২	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২৬,৬২,১৬২	৩৬৫.৫৯	৭,৮৫,৩৬৫	২৮৭.৬২	৬,৮৬৭	২৩.৭৫	১,৬২৬	৭.৭৭
৩	মুক্তিযোদ্ধা	২,৪৭,৪৯৭	৩৪৫.৩৯	১,০৩,০৮৪	৭৯.৯১	৯,৩৭৭	২০৮.৮১	২৬২	২.১৬
৪	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী	৫৬,০০,৭০৮	৬৭৪.৯৩	১৭,২৯,৫২৩	৩৪৫.৮৬	৫,৩৫৫	৫.৫৪	৩,৫১৫	৩.৮৬
৫	ফুড ও লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রকল্প	৬৫,১২০	২.০২	১১,২৮৫	০.৪২	২৩	০.০৭	১৯৭	০.৩০
৬	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে দু:স্থ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অনুদানের উপকারভোগী	১,৪৭৮	০.০৫	২৩১	০.০১	০	০.০০	৫৯	০.১৯
৭	সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন শ্রমিক	১০,১৫২	০.৯৪	৫	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক	৩,১৬,৬৬৫	১৪৬.১৯	৪২,৮৯২	৫.২৮	০	০.০০	১৪৯	০.৯৬
৯	এলএসবিপিসি প্রকল্পভুক্ত কারিগর	৪,১৩৩	২.১৪	৫৪	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১০	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সুবিধাভোগী	৬২,০৮৭	১৫৬.৮২	১৩,৬০৭	৮২.৮৪	০	০.০০	০	০.০০
১১	ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহীতা	১,২৩,৮৩৩	২৯.৬৮	৪,১৬৯	১.৮০	০	০.০০	৪৫৮	১.৮২
১২	দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	২,১০,৬৩২	৩৪.৭৯	৯৯,৭৩১	২২.৯৯	০	০.০০	৬১২	০.০৫
১৩	অন্যান্য	১০,২৯,০৬২	২৪৫.৯৪	৮৫,৪৯৪	৫.৬২	৪,১৪৭	১৯.৩৮	১২,৯৩১	৫০.৪৪
সর্বমোট		২,০৫,২০,১৩৪	২,৩৫৬.২৪	৫০,২৮,৭৯৮	৮৯৫.৯১	৭৩,৭৪১	৪০০.৪০	৬৫,৮০৪	২৬২.৯৩

ছক-১: ১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে খোলা ব্যাংক হিসাবের তথ্য।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংকে কৃষকের হিসাবসহ ১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকায় খোলা বিভিন্ন খাতওয়ারি ব্যাংক হিসাবের তুলনামূলক তথ্য চিত্র:

খাতের নাম	পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা			হ্রাস / বৃদ্ধির হার (বার্ষিক)	হ্রাস / বৃদ্ধির হার (ত্রৈমাসিক)
	ডিসেম্বর ২০১৮	সেপ্টেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর ২০১৯		
কৃষক	৯৮,৮৬,৮৪৭	১,০০,৮১,৫৩৪	১,০১,৮৬,৬০৫	৩.০৩%	১.০৪%
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	৫০,৯২,৪৫৩	৫৫,৪০,১২০	৫৬,০০,৭০৮	৯.৯৮%	১.০৯%
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২৬,০৮,৪৮৪	২৬,৫৬,৯১৫	২৬,৬২,১৬২	২.০৬%	০.২০%
মুক্তিযোদ্ধা	২,০৮,৭৩১	২,৩৯,৩২৬	২,৪৭,৪৯৭	১৮.৫৭%	৩.৪১%
অন্যান্য	১২,২৭,২৩৩	১৮,১৩,৯০৯	১৮,২৩,১৬২	৪৮.৫৬%	০.৫১%
মোট	১,৯০,২৩,৭৪৮	২,০৩,৩১,৮০৪	২,০৫,২০,১৩৪	৭.৮৭%	০.৯৩%

ছক -২ ঃ বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবসমূহের মূল খাতসমূহের তথ্য

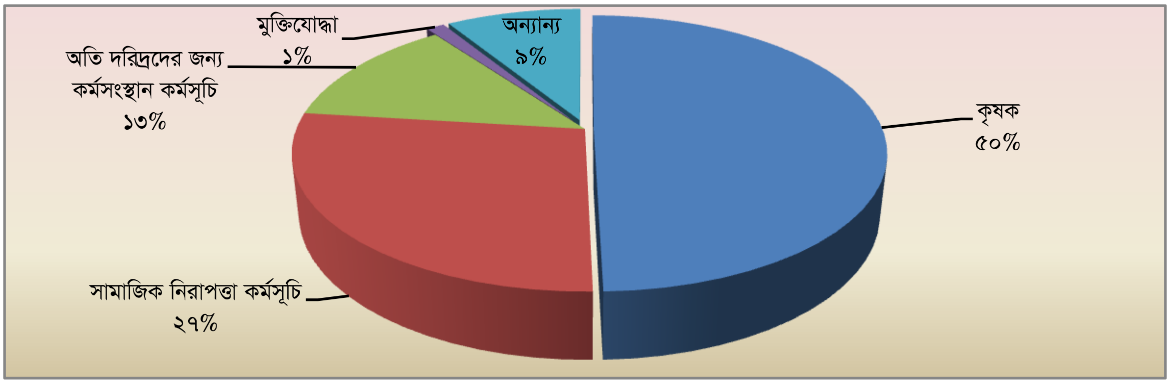

চিত্র-১ ঃ ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকের বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবের মূল খাতসমূহের তুলনামূলক চিত্র

কৃষকদের ১০ (দশ) টাকার হিসাব:

ছক-১ এর তথ্য অনুযায়ী, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচিতে ব্যাংক হিসাব খোলা কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কৃষকদের অন্তর্ভুক্তি। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে খোলা বিশেষ হিসাবসমূহের মধ্যে মোট প্রায় ৫০% কৃষকদের হিসাব। এসব হিসাবে ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকে মোট পুঞ্জীভূত জমার পরিমাণ ছিল ৩৫১.৭৬ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের চেয়ে ১৩.৫৬ কোটি টাকা বেশি। কৃষি কর্মকান্ডে সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকী প্রদানসহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কৃষকদের হিসাব খোলা হয়। সরকারি ভর্তুকী প্রাপ্ত এমন হিসাব সংখ্যা ২১,৫৩,৩৫৮টি এবং এসব হিসাবে জমার পরিমান ৬৩.৫৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ১০ টাকার কৃষকের হিসাবের মধ্যে ৪৭,৯৭২টি হিসাবের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ২০০ কোটি টাকার তহবিল হতে পুন:অর্থায়নকৃত ঋণ/ অন্যান্য ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত পাঁচ ত্রৈমাসিকে কৃষকের হিসাবের তুলনামূলক তথ্য নিম্নরূপ:

ত্রৈমাসিক	পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৮	৯৮,৮৬,৮৪৭
মার্চ ২০১৯	৯৯,৮৯,৯০৬
জুন ২০১৯	১,০০,৩৬,৯০৭
সেপ্টেম্বর ২০১৯	১,০০,৮১,৫৩৪
ডিসেম্বর ২০১৯	১,০১,৮৬,৬০৫

ছক-৩: ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কৃষকের ব্যাংক হিসাবের অগ্রগতির সংখ্যা

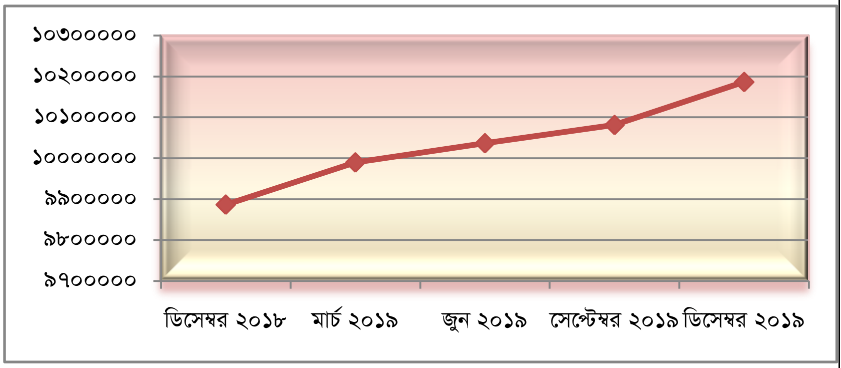

চিত্র-২: কৃষকের ব্যাংক হিসাবের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির চিত্র

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত কৃষকের ১০ টাকার হিসাবের মোট পুঞ্জীভূত সংখ্যা ছিল প্রায় ৯৮.৮৭ লক্ষ, যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বেড়ে প্রায় ১০১.৮৬ লক্ষ হয় অর্থাৎ কৃষকের হিসাব সংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩.০৩%। অপরদিকে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকের তুলনায় ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১.০৫ লক্ষ বা ১.০৪%।

১০ টাকার কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য ১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার হিসাব:

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির আওতায় কৃষকের খোলা ব্যাংক হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণির হিসাব সংখ্যা মোট হিসাবের প্রায় ৫০%, যেখানে ২৭% হিসাবই সামাজিক নিরাপত্তা খাতে খোলা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন খাতে খোলা মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা ১,০৩,৩৩,৫২৯। এর মধ্যে ৯৩,৯৬,৮১৬টি অর্থাৎ প্রায় ৯১% হিসাবই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক (০৬টি) ও বিশেষায়িত (০২টি) মোট ৮টি ব্যাংকে খোলা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত উক্ত ০৮টি ব্যাংকে কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন খাতে খোলা হিসাবসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বিশেষায়িত ব্যাংকে কৃষকের হিসাব ব্যতীত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা (৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

ব্যাংকের নাম	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য ১০/-, ৫০/- ও ১০০/- টাকার হিসাব	মোট
সোনালী ব্যাংক লি.	২৬,২৬,৫৬৩	৬,৪২,০৮৪	২,২৮,৭১৫	৩,৫২,১২৭	৩৮,৪৯,৪৮৯
অগ্রণী ব্যাংক লি.	৮,৯৫,৩৭৩	৪,৯৮,১০৯	৯,০০৫	৪,২৯,৭১২	১৮,৩২,১৯৯
জনতা ব্যাংক লি.	৭,৯৪,৪৭০	৩,৩৯,১৫০	১,৫৭৮	৬২,১৭৮	১১,৯৭,৩৭৬
রূপালী ব্যাংক লি.	২,৯৪৪	২,০৫,৫১১	২,৪২৩	১৭,৮৫৩	২,২৮,৭৩১
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি.	৮৬৫	৮৫২	১	১,৯০৯	৩,৬২৭
বেসিক ব্যাংক লি.	-	-	৯২	৫,৮৭৫	৫,৯৬৭
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৮,৩৩,০৮০	৫,৮৩,১১৬	২,৬৮৩	৫৭,৫১১	১৪,৭৬,৩৯০
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৩,৭৫,৩৩৩	৩,৬৮,০৪২	১৪৫	৫৯,৫১৭	৮,০৩,০৩৭
অন্যান্য	৭২,০৮০	২৫,২৯৮	২,৮৫৫	৮,৩৬,৪৮০	৯,৩৬,৭১৩

ছক-৪: কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন খাতে ডিসেম্বর'১৯ পর্যন্ত সরকারি মালিকানাধীন ০৮টি ব্যাংকে খোলা মোট ব্যাংক হিসাব

সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত উক্ত ৮টি ব্যাংকের মধ্যে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ১০ টাকা (কৃষকের হিসাব ব্যতীত), ৫০ টাকা ও ১০০ টাকায় খোলা মোট পুঞ্জীভূত হিসাবের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে সোনালী ব্যাংক লি. (৩৮,৪৯,৪৮৯টি)। এছাড়া, উক্ত ব্যাংকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী হিসাব খাতে সর্বোচ্চ ২৬,২৬,৫৬৩টি হিসাব খোলা হয়েছে। এছাড়া, হিসাবের সংখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য ত্রৈমাসিকান্তে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা অগ্রণী ব্যাংক লি. এর ১০ টাকা (কৃষকের হিসাব ব্যতীত), ৫০ টাকা ও ১০০ টাকায় খোলা মোট হিসাব সংখ্যা ১৮,৩২,১৯৯। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি. এর হিসাব সংখ্যা এই ৮টি ব্যাংকের মধ্যে সর্বনিম্ন। সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহে কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য হিসাবের ত্রৈমাসিকভিত্তিক অগ্রগতির তুলনামূলক তথ্য নিম্নরূপঃ

ব্যাংকের নাম	ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভুত হিসাব সংখ্যা	সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভুত হিসাব সংখ্যা	ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভুত হিসাব সংখ্যা
সোনালী ব্যাংক লি.	৩৫,০৭,২০৫	৩৮,১৬,১৩৪	৩৮,৪৯,৪৮৯
জনতা ব্যাংক লি.	১১,৭৭,১৭৬	১৮,২১,০৬২	১৮,৩২,১৯৯
অগ্রণী ব্যাংক লি.	১৬,৬০,৭০৬	১১,৯৫,৯৯৬	১১,৯৭,৩৭৬
রূপালী ব্যাংক লি.	২,১৮,৭৯২	২,১৯,৬৩৪	২,২৮,৭৩১
বিডিবিএল	১,১২৬	২,৪৪৮	৩,৬২৭
বেসিক ব্যাংক লি.	৪,৩৩২	৫,৫৭৯	৫,৯৬৭
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৪,২০,০৫৬	১৪,৫০,৬৩৫	১৪,৭৬,৩৯০
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৮,০২,১৭০	৮,০৪,৬৩৪	৮,০৩,০৩৭
অন্যান্য	৩,৪৫,৩৩৮	৯,৩৪,১৪৮	৯,৩৬,৭১৩
মোট	৯১,৩৬,৯০১	১,০২,৫০,২৭০	১,০৩,৩৩,৫২৯

ছক- ৫: ১০ টাকায় খোলা কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য ১০/-, ৫০/- ও ১০০/- টাকার হিসাবের ত্রৈমাসিক ভিত্তিক তথ্য।

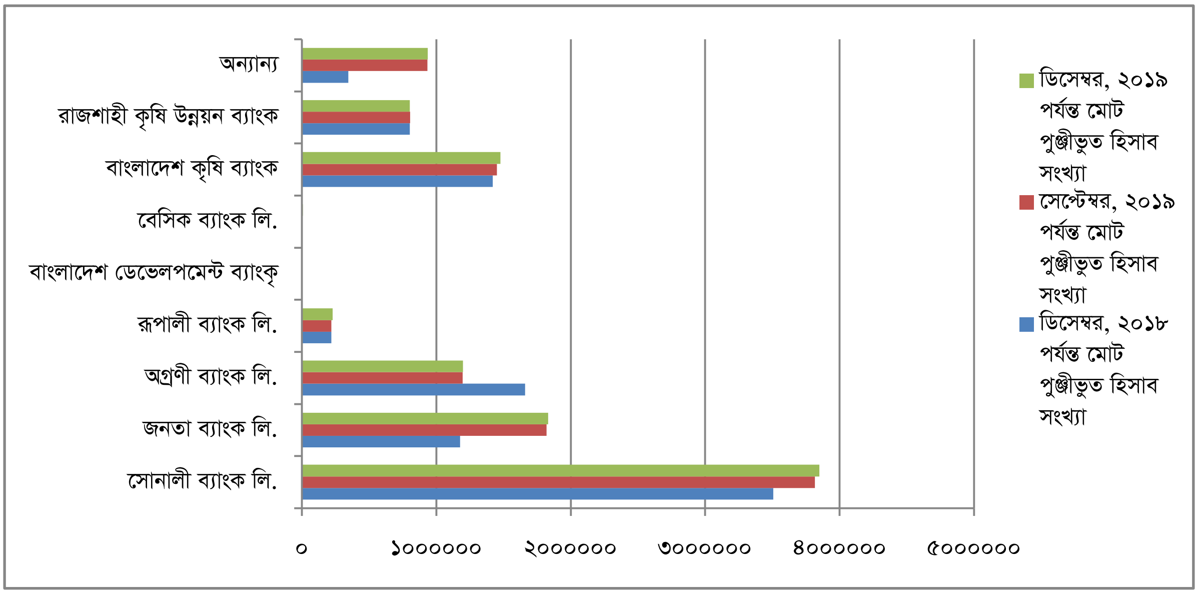

চিত্র: ৩- ডিসেম্বর ২০১৮, সেপ্টেম্বর ২০১৯ ও ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকে কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব খোলায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক চিত্র।

সার্বিক পর্যালোচনাঃ

ব্যাংকসমূহ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ-

- ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যরত সব তফসিলি ব্যাংকসমূহে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি খাতে মোট পুঞ্জীভূত হিসাব খোলা হয়েছে ২,০৫,২০,১৩৪টি, যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ ও ডিসেম্বর ২০১৮ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ছিল যথাক্রমে ২,০৩,৩১,৮০৪টি ও ১,৯০,২৩,৭৪৮টি অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ০.৯৩% ও ৭.৮৭%।
- ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত হিসাবগুলোতে পুঞ্জীভূত জমার মোট পরিমাণ ছিল ২,৩৫৬.২৪ কোটি টাকা। অপরদিকে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বিশেষ সুবিধাযুক্ত সব হিসাবের জমার পরিমাণ ছিল ২,১৭৩.৫৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ত্রৈমাসিক জমা বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৩৯%।
- মোট পুঞ্জীভূত হিসাবের প্রায় অর্ধেকই কৃষকের হিসাব, যা খাতওয়ারি হিসাব সংখ্যার মধ্যে সর্বোচ্চ। ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ১০ টাকায় কৃষকের খোলা হিসাব সংখ্যা ১,০১,৮৬,৬০৫টি, যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকের চেয়ে ১.০৪% বেশি। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খোলা হিসাব সংখ্যা মোট হিসাব সংখ্যার ২৭% এবং ১০ , ৫০ ও ১০০ টাকায় খোলা অন্যান্য সব হিসাব মোট হিসাব সংখ্যার ২৩%।
- সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প ভিত্তিক কর্মকান্ডে ভর্তুকী/অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি এসব ভর্তুকী/অর্থসহায়তা প্রাপ্ত হিসাবের মোট সংখ্যা ৫০,২৮,৭৯৮টি এবং এসব হিসাবে জমার মোট পরিমাণ ৮৯৫.৯১ কোটি টাকা।
- ১০ টাকার হিসাবসমূহের মধ্যে ৭৩,৭৪১টি হিসাবে বিভিন্ন খাতে উক্ত হিসাবধারীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে গঠিত ২০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন স্কিমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ উল্লেখযোগ্য। এসব হিসাবের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪০০.৪০ কোটি টাকা।
- ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ৬৫,৮০৪টি হিসাবে বৈদেশিক রেমিট্যান্স জমা হয়েছে এবং এসব হিসাবে জমার পরিমাণ প্রায় ২৬২.৯৩ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ১৭.০৩ কোটি টাকা বেশি।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের ডিসেম্বর ২০১৯ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।

স্কুল ব্যাংকিং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম একটি পদক্ষেপ। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সেবা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার পাশাপাশি সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে দেশের আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসাই স্কুল ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য। স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ০২ নভেম্বর ২০১০ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১২ এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো তফসিলি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে ২৮ অক্টোবর ২০১৩ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-০৭ এর মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিংয়ের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা এবং ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-৩ এর মাধ্যমে নির্ধারিত ছকে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০২ এর মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী যেসব শিক্ষার্থীর বয়স ১৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, হিসাবধারীর সম্মতিক্রমে তাদের হিসাব সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তর করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম জনপ্রিয় করার জন্য নীতিমালার আলোকে ব্যাংকগুলো ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাব খুলছে। এছাড়াও, ব্যাংক হিসাবে আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান, সার্ভিস চার্জ গ্রহণ না করা, এটিএম/ডেবিট কার্ড প্রদানসহ বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং স্কুল কেন্দ্রিক আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রসার ঘটছে। ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত সর্বমোট ১৯,৯২,৯০২টি স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ছিল ১৮,৫২,৯১৩টি অর্থাৎ হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধির ত্রৈমাসিক হার ছিল ৭.৫৬%। অপরদিকে, ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত উক্ত হিসাবসমূহের বিপরীতে মোট জমা হয়েছে ১,৬২৫.৬১ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ছিল ১,৫৪১.২৮ কোটি টাকা; অর্থাৎ স্কুল ব্যাংক হিসাবসমূহের স্থিতির ত্রৈমাসিক বৃদ্ধি ছিল ৫.৪৭%। বাংলাদেশে কার্যরত ৫৯টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৫টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

	পল্লী শাখা		শহর শাখা		মোট
	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	
ব্যাংক হিসাব (সংখ্যা)	৪,১২,২৮৬	৩,২৬,১০১	৭,৪৮,১৬৯	৫,০৬,৩৪৬	১৯,৯২,৯০২
স্থিতি (কোটি টাকায়)	২২৪.৭০	১৯৬.২৮	৬৭১.৮৬	৫৩২.৭৭	১,৬২৫.৬১

ছক-১: ডিসেম্বর ২০১৯ ভিত্তিক স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাবের তথ্য

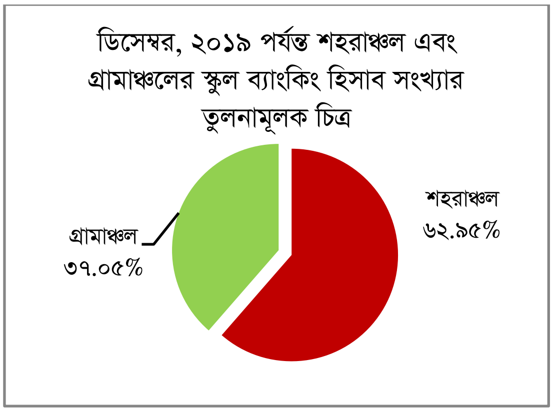

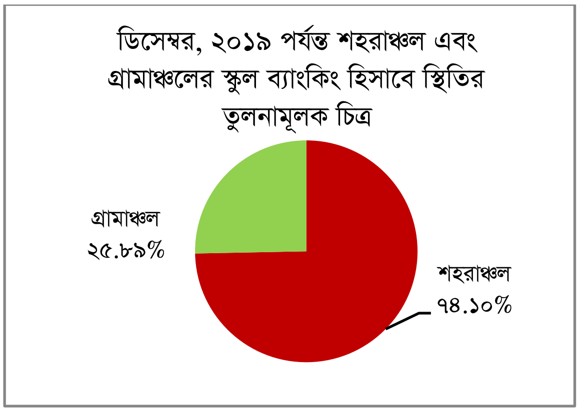

চিত্র-১: ডিসেম্বর ২০১৯ ভিত্তিক স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাব সংখ্যা ও স্থিতি

ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং এর লিঙ্গভিত্তিক তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

	ছাত্র		ছাত্রী		মোট
	মোট	শতকরা হার	মোট	শতকরা হার	
ব্যাংক হিসাব (সংখ্যা)	১১,৬০,৪৫৫	৫৮.২৩%	৮,৩২,৪৪৭	৪১.৭৭%	১৯,৯২,৯০২
স্থিতি (কোটি টাকায়)	৮৯৬.৫৬	৫৫.১৫%	৭২৯.০৫	৪৪.৮৫%	১৬২৫.৬১

ছক-২: স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাবের লিঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য

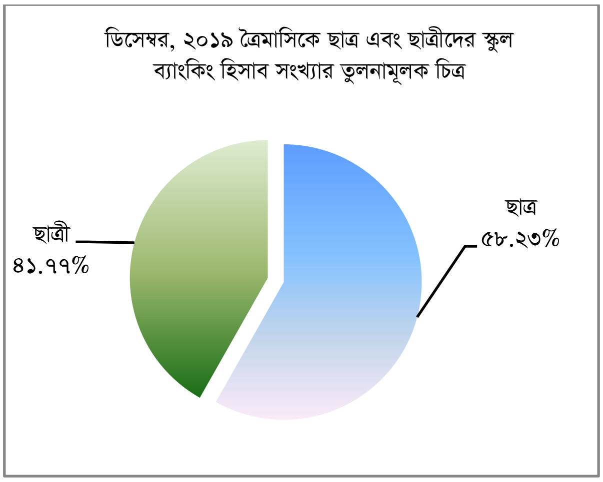

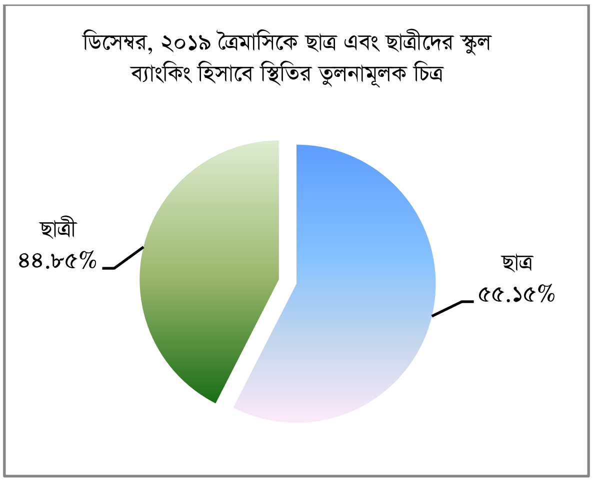

চিত্র-২: ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ছাত্র ও ছাত্রীদের ব্যাংক হিসাব সংখ্যা ও স্থিতি

স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ৫৬টি ব্যাংকে খোলা মোট হিসাবের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮,১৮,৪১৩টি। অন্যদিকে, ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত খোলা মোট হিসাবের সংখ্যা ছিল ১৯,৯২,৯০২টি। ৯টি বিদেশী ব্যাংকের মধ্যে ৭টি ব্যাংক (এইচএসবিসি এবং সিটিব্যাংক এন.এ. ব্যতীত) স্কুল ব্যাংকিং হিসাব পরিচালনা করছে। বিদেশী ব্যাংকগুলোয় খোলা স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা ২,৬৭৯টি, যা সর্বনিম্ন। অপরদিকে, স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে খোলা ১৩,৫৯,৪০৭টি (৬৮.২১%) স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে ১,৩৪৪.২৮ কোটি টাকা (৮২.৬৯%) ব্যাংক স্থিতি ছিল। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহে ৪,৯৫,৫৬০ টি (২৪.৮৭%) ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে মোট স্থিতি ছিল ২১৮.৪৭ কোটি টাকা (১৩.৪৪%)।

ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী স্কুল ব্যাংকিং হিসাব এবং স্থিতির সার্বিক চিত্র:

ব্যাংকের ধরণ	ডিসেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত			
	হিসাব সংখ্যা	শতকরা হার	স্থিতি (কোটি টাকা)	শতকরা হার
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক	৪,৯৫,৫৬০	২৪.৮৭%	২১৮.৪৭	১৩.৪৪%
বিশেষায়িত ব্যাংক	১,৩৫,২৫৬	৬.৭৯%	৩৬.৫১	২.২৫%
বেসরকারি ব্যাংক	১৩,৫৯,৪০৭	৬৮.২১%	১,৩৪৪.২৮	৮২.৬৯%
বিদেশী ব্যাংক	২,৬৭৯	০.১৩%	২৬.৩৫	১.৬২%
সর্বমোট	১৯,৯২,৯০২	১০০%	১,৬২৫.৬১	১০০%

ছক-৩: ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী স্কুল ব্যাংকিং হিসাব এবং স্থিতির সার্বিক চিত্র

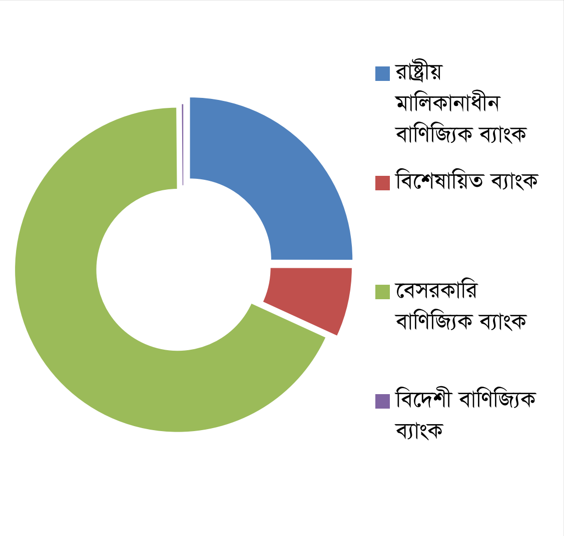

ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের চিত্র

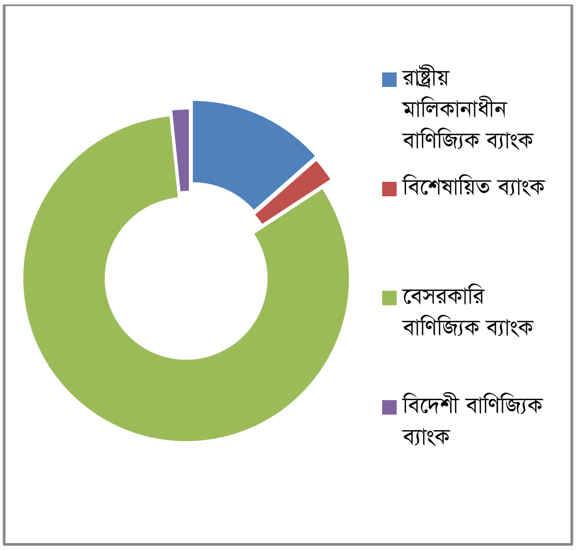

ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে স্থিতির চিত্র

চিত্র-৩: ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাব সংখ্যা ও স্থিতি

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা ও স্থিতিতে শীর্ষ ব্যাংক:

শীর্ষ ০৫ ব্যাংকের হিসাব সংখ্যা					শীর্ষ ০৫ ব্যাংকের স্থিতি			
ক্রম	ব্যাংকের নাম	হিসাব সংখ্যা	শতকরা হার		ক্রম	ব্যাংকের নাম	স্থিতি (কোটি টাকায়)	শতকরা হার
১	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি.	৪,৩১,০৮৮	২২.৪২%		১	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি.	৪৮৯.৫৩	৩০.১৭%
২	অগ্রণী ব্যাংক লি.	২,৩০,৮৪৮	১২.৪৫%		২	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১৩৪.০৩	৮.৩৫%
৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১,৯৩,৮৫২	১০.০২%		৩	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৯১.৮৯	৬.৪০%
৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১,১৫,৩২৭	৬.৩৭%		৪	ঢাকা ব্যাংক লি.	৮৯.০৫	৬.২৭%
৫	ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১,০৪,৩৩৯	৫.৪৮%		৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৮১.৭৩	৫.৫২%

ছক-৪: ডিসেম্বর ২০১৯ ভিত্তিক শীর্ষ পাঁচ ব্যাংকের হিসাব সংখ্যা ও হিসাবে স্থিতির তথ্য

স্কুল ব্যাংকিং হিসাবসমূহের সার্বিক মূল্যায়নঃ

ব্যাংকসমূহ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

- ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিকে স্কুল ব্যাংকিং ব্যবস্থায় খোলা হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতির পরিমান ছিল যথাক্রমে ১৯,৯২,৯০২টি এবং ১,৬২৫.৬১ কোটি টাকা যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক অপেক্ষা যথাক্রমে ৭.৫৬% এবং ৫.৪৭% বেশি।
- বিগত এক বছরে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫,৩৮,৯৬৬টি অর্থাৎ বিগত এক বছরে হিসাব সংখ্যার প্রবৃদ্ধি ৩৭.০৭%।
- সংখ্যা ও স্থিতির দিক থেকে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর অবদান বেশী। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ মোট ১৩,৫৯,৪০৭টি ব্যাংক হিসাব খুলেছে, যা মোট স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের ৬৮.২১% এবং এসব হিসাবের বিপরীতে ১,৩৪৪.২৮ কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করেছে, যা স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের মোট স্থিতির ৮২.৬৯%। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ২৪.৮৭% স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুললেও মোট স্থিতির মাত্র ১৩.৪৪% তারা সংগ্রহ করেছে।
- মোট হিসাবের ৩৭.০৫% গ্রামাঞ্চলে এবং ৬২.৯৫% শহরাঞ্চলে খোলা হয়েছে। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে স্থিতির পরিমাণ মোট স্থিতির যথাক্রমে ২৫.৮৯% এবং ৭৪.১০% ।
- মোট হিসাবে ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত প্রায় ৫৮ ঃ ৪২।
- ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৪,৩১,০৮৮ টি হিসাব খুলেছে, যা মোট হিসাবের ২২.৪২%। মোট স্থিতির ভিত্তিতেও ব্যাংকটির অবস্থান শীর্ষে। তাদের সংগৃহীত আমানত প্রায় ৪৮৯.৫৩ কোটি টাকা, যা মোট স্থিতির ৩০.১৭%।

ব্যাংকসমূহে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংকিং সেবা
প্রদানের ডিসেম্বর ২০১৯ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।

পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় এনে তাদের উপার্জিত অর্থের নিরাপদ সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ০৯ মার্চ ২০১৪ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-০৩ এর মাধ্যমে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের হিসাবসমূহে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মোট জমা এবং উত্তোলনের বিবরণী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী মাসের মধ্যে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওর সম্পৃক্ততায় এ ধরণের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। অন্যান্য ১০ টাকার হিসাবের ন্যায় এসব ব্যাংক হিসাব হতেও কোন সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা হয়না।

ব্যাংকসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক ভিত্তিক পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংক হিসাবের হালনাগাদ তথ্য নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো:

ক্রম	ব্যাংকের নাম	চলতি ত্রৈমাসিকে খোলা হিসাবের সংখ্যা	চলতি ত্রৈমাসিকে বন্ধ হওয়া হিসাবের সংখ্যা	মোট পুঞ্জিভূত হিসাব সংখ্যা	পুঞ্জিভূত স্থিতি (হাজার টাকায়)
১	সোনালী ব্যাংক লি.	৩৬	০	৪৬	৯.১০
২	অগ্রণী ব্যাংক লি.	২,৫৭৮	০	২,৯১৯	৭৬.৩৮
৩	জনতা ব্যাংক লি.	০	০	১৯২	৭৫.০০
৪	রূপালী ব্যাংক লি.	০	৩	৯৮৩	১,১৩৬.২১
৫	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি.	০	০	১৮৮	১৪.০২
৬	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	০	০	১৬২	৪০.০০
৭	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.	৬৭	৩	১৪৫	১০৩.৬৪
৮	ব্যাংক এশিয়া লি.	০	০	২৩৪	১৯৬.১০
৯	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি.	২০	০	২০	৪.৩১
১০	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি.	০	০	২২৬	১০৪.৮৮
১১	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২	০	৪৫	১.৯৮
১২	ন্যাশনাল ব্যাংক লি.	০	০	১৯	১৩.০০
১৩	ওয়ান ব্যাংক লি.	০	০	২২৬	২০৮.১০
১৪	প্রাইম ব্যাংক লি.	০	০	৩৯	২.০০
১৫	পূবালী ব্যাংক লি.	০	০	৫৪৪	৪০০.০০
১৬	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৭	০	১,১৫৮	১,১২৬.৬৬
১৭	দি সিটি ব্যাংক লি.	০	০	১৫২	২০০.০০
১৮	ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	০	০	২৭৫	১০০.০০
১৯	উত্তরা ব্যাংক লি.	০	১	৭৪	৬.৬০
	সর্বমোট	২,৭২০	৭	৭,৬৪৭	৩,৮১৭.৯৮

সার্বিক পর্যালোচনাঃ

ব্যাংকসমূহ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

- ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ১৯টি ব্যাংক, ২৯টি এনজিও (মাসাস, উদ্দীপন, অপরাজেয় বাংলাদেশ, ব্র্যাক, নারী মৈত্রী, সিপিডি, প্রদীপন, সাজিদা ফাউন্ডেশন, এএসডি, বাংলার পাঠশালা, ইবিসিআর প্রকল্প, ঘাসফুল, এডুকেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, এফোর্ট বাংলাদেশ, চিলড্রেন রাইট এন্ড সাইট, থিয়েটার আইডিয়া, আপন ফাউন্ডেশন, এসইএফ, এক্সপেডিটরস, উৎস বিদ্যানিকেতন, এফএফডিএ, আলোর দিশা, পথশিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, সোসাইটি ফর আনপ্রিভিলেজড ফ্যামিলি, নারীমুক্তি সংস্থা, ছায়াতল বাংলাদেশ, সৃজনী ফাউন্ডেশন, এইড অর্গানাইজেশন ও পরিবর্তন) এর সহায়তায় পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের মোট ৭,৬৪৭টি হিসাব খুলেছে।
- ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত কর্মজীবী শিশু কিশোরদের খোলা ব্যাংক হিসাবে মোট স্থিতির পরিমাণ প্রায় ৩৮.১৮ লক্ষ টাকা।
- ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অগ্রণী ব্যাংক লি. ২,৯১৯টি হিসাব খোলার মাধ্যমে মোট হিসাবের ভিত্তিতে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে।
- ডিসেম্বর ২০১৯ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রায় ১১.৩৬ লক্ষ টাকা জমা করে রূপালী ব্যাংক লি. মোট স্থিতির ভিত্তিতে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিগত এক বছরে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংক হিসাব বেড়েছে মোট ২,৮৬২টি অথাৎ হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫৯.৮১%।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিগত এক বছরে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংক হিসাবে স্থিতি বেড়েছে মোট ৪.৬২ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ স্থিতিতে বৃদ্ধির হার ১৩.৭৭%।